EMBASSY OF THE UNITED STATES OF AMERICA
PUBLIC AFFAIRS SECTION
TEL: 880-2-8855500
FAX: 880-2-9881677, 9885688
E-MAIL: DhakaPA@state.gov
WEBSITE: http://dhaka.usembassy.gov

উপসম্পাদকীয়
বাংলাদেশ আমেরিকার জন্য গুরুত্বপূর্ণ

লিখেছেন: ড্যান মজীনা

অনেকেই ইতিমধ্যে জেনেছেন যে আমি বাংলাদেশের জন্য অনেক পরোয়া করি, আমি বাংলাদেশী মানুষদের দ্বারা অত্যন্ত অনুপ্রাণিত এবং এদেশের এশিয়ার ভবিষ্যত অর্থনৈতিক টাইগার হয়ে ওঠার উজ্জ্বল সম্ভাবনার প্রতি আমার দৃঢ় বিশ্বাস রয়েছে। বাংলাদেশের জন্য আমার প্রগাঢ় শ্রদ্ধার তাড়নায় আমি সাম্প্রতিক রাজনৈতিক পরিস্থিতি সম্বন্ধে আমার মতামত প্রকাশ করছি। বাংলাদেশের প্রতি গভীর শ্রদ্ধাবোধ থেকেই আমি বাংলাদেশের মানুষের জন্য যথোপযোগী সমাধান খোজার জন্য প্রধান রাজনৈতিক দলগুলোর প্রচেষ্টা কেন দ্বিগুণ ত্বরান্বিত করতে হবে সে বিষয়ে আমার মতামত তুলে ধরছি।

আমার বিশ্বাস বাংলাদেশের মানুষ গণতন্ত্রের প্রতি দৃঢ়ভাবে নিবেদিত। তারা এমন একটি নির্বাচন চায়, তাদের এমন একটি নির্বাচন প্রয়োজন যা অবাধ, নিরপেক্ষ ও গ্রহণযোগ্য হবে। সুতরাং, প্রধান রাজনৈতিক দলগুলো এরকম একটি নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য এখনও সমঝোতায় পৌছতে পারেনি বলে আমি নিরাশ হয়েছি।

একথাগুলো যখন লিখছি তখন আমি টেলিভিশনে এই সুন্দর দেশের রাস্তা ও গ্রামে চলমান সহিংসতার জন্য বাংলাদেশী মানুষের হতাশা ও ভয়ভীতিও লক্ষ্য করছি। চলমান রাজনৈতিক অচলাবস্থা জাতির অবকাঠামোর ওপর ভয়ংকর প্রভাব ফেলেছে। মানবাধিকার ও অন্যান্য সংস্থা অনুযায়ী এই বছর রাজনৈতিক সহিংসতার কারণে চার শতাধিক প্রাণহানি ঘটেছে। অসংখ্য মানুষ গুরুতর আহত কিংবা অনেক ক্ষেত্রে চিরতরে আহত হয়েছেন। জীবনযাত্রা ও ঘরবাড়ির ধ্বংসের ঘটনা দেশের প্রত্যেক অংশে দেখা গিয়েছে। সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীসমূহ অতিমাত্রায় প্রভাবিত হয়েছে।

সমাজ এক বাস্তব আতংকে তটস্থ... ইচ্ছাকৃত বা দূর্ঘটনাবশতই হোক, কে হবে সহিংসতার পরবর্তী শিকার, এই প্রশ্নই এখন সবার মনে।

এমন অবস্থায় রবীঠাকুরের ও আমাদের সবার স্বপ্নের সোনার বাংলা কিভাবে বাস্তবায়িত হবে? কৃষকরা তাদের শস্য বাজারজাত করতে না পারায় কিংবা তাদের শস্যের জন্য প্রয়োজনীয় বীজ ও সার সংগ্রহ করতে না পারায় অর্থনীতি এখন দোদুল্যমান। পণ্য প্রস্তুতকারীগণ প্রয়োজনীয় কাচামাল আমদানি করতে পারছে না এবং তৈরি হওয়া পণ্য রপ্তানি করতে পারছে না। বৈদেশিক ক্রেতাগণ অর্ডার দিতে পারছে না কারণ পণ্য সময়মতো পাওয়া যাবে বলে তারা ভরসা পাচ্ছে না। দিনমজুররা কাজের অভাবে খেয়ে থাকছে কারণ রাজনৈতিক অচলাবস্থা অর্থনীতিকে অবরুদ্ধ করে রেখেছে। স্কুলে না যেতে পেরে ছাত্ররা হতাশাগ্রস্ত; তারা পরীক্ষা দিতে পারছে না...তারা যদি স্কুলেও না যেতে পারে তাহলে আমরা পরবর্তী প্রজন্ম কিভাবে গড়ে তুলবো?

এই রাজনৈতিক অচলাবস্থা অব্যাহত থাকলে অর্থনৈতিক পরিস্থিতি আরো খারাপ হবে। কয়েক সপ্তাহ আগে আমি বাংলাদেশের কয়েকজন খ্যাতনামা ব্যবসায়ীদের একটি প্রতিনিধিদলের নেতৃত্বে হংকং সফর করি। আমাদের লক্ষ্য ছিলো হংকংয়ের অনেক আমেরিকান ও অন্যান্য দেশের ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের সংগে যোগাযোগ বৃদ্ধি করা যাতে বাংলাদেশ আরো বিস্তৃত বাণিজ্য ও বিনিয়োগের সুফল উপভোগ করতে পারে। প্রধান পোশাক ক্রেতা প্রতিষ্ঠানসমূহ আমাদের সফরকালীন একটি কঠোর বার্তা প্রদান করে; সেই বৈঠকে প্রতিনিধিত্বকারী প্রত্যেক ব্র্যান্ড বাংলাদেশ থেকে তাদের ব্যবসা তুলে নিয়ে যাওয়ার একটি কৌশল ইতিমধ্যে গড়ে তুলেছে। বাংলাদেশের পোশাক রপ্তানি অর্ডারের প্রায় অর্ধেক হংকং থেকে আসে বলে আমরা অবগত। ফলে তাদের এমন কঠোর মনোভাব সম্বন্ধে জানতে পেরে আমি ও আমার প্রতিনিধিদল স্তম্ভিত হয়ে যাই। প্রকৃতপক্ষেই, বাংলাদেশের বর্ধমান সহিংস ও ধ্বংসাত্মক রাজনৈতিক অচলাবস্থা বাংলাদেশের অর্থনীতির একটি গুরুত্বপূর্ণ খাতকে ধ্বংস করে দিতে পারে।

এরকম হওয়া উচিত নয়।

আমার বিশ্বাস অধিকাংশ বাংলাদেশীর চাওয়া একই: জীবন শান্তিপূর্ণ, সমৃদ্ধিতে অতিবাহিত করতে। তারা নিজ পরিবারের জন্য নিরাপদ, সুরক্ষিত আশ্রয়, পর্যাপ্ত, পুষ্টিসম্মত খাদ্য, ভালো স্বাস্থ্যসেবা ও নিজ সন্তানদের জন্য মানসম্মত শিক্ষা প্রদান করতে চায়। শত হলেও, বাংলাদেশ একটি ধনী দেশ। এমন একটি দেশ যে উর্বর জমি, পর্যাপ্ত পানি, তিনটি শস্য উতপাদনের

উপযোগী জলবায়ু, কয়লা ও গ্যাসের বিশাল মজুদের আশীর্বাদপুষ্ট। এদেশ এমন একটি দেশ যার ভৌগোলিক অবস্থান একে একবিংশ শতাব্দীর বিশাল বাণ্যিজিক পথ – ইন্দো-প্যাসিফিক ইকোনোমিক করিডোরের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত করেছে। অবশ্য, বাংলাদেশের সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ হলো এর জনগণ...আমার জানা মতে বিশ্বের সবচেয়ে উদ্যমী, বৈচিত্র্যময়, পরিশ্রমী, সৃষ্টিশীল, উদার, উদ্যোগ নেয়ার চেতনা ও সহনশীল মানুষ। সত্যিকার অর্থেই, বাংলাদেশ এশিয়ার পরবর্তী অর্থনৈতিক টাইগার হতে পারে, হওয়া উচিত। এতে, লক্ষ লক্ষ মানুষ দারিদ্রের বেড়াজাল ভেঙ্গে মধ্য-আয় বিশিষ্ট শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হবে। তবে, বর্ধমান রাজনৈতিক জটিলতা এবং আনুষঙ্গিক অমানবিক সহিংসতা অর্থনীতিকে বিনষ্ট করছে। আমি আগেও আমার আশংকার কথা উল্লেখ করেছি যে এই অবস্থা এশিয়ার অর্থনৈতিক টাইগারকে জন্মের আগেই মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিবে। আমরা সবাই যে বাংলাদেশকে জানি ও ভালোবাসি সেই বাংলাদেশ অনেক কিছু অর্জন করেছে। এই বাংলাদেশ পাচ বছরের কম বয়সী শিশু মৃত্যুহার মাতৃ মৃত্যু হারে বিশাল হ্রাস করতে পেরেছে। একেবারে শূণ্য থেকে এই দেশ একটি বিশাল পোশাকখাত গড়ে তুলেছে যা এখন বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম পোশাক রপ্তানিকারকে পরিণত হয়েছে। একসময় তলাবিহীন ঝুড়ি হিসেবে আখ্যায়িত এই বাংলাদেশ এখন কৃষি সম্পদে উপচে পড়া ঝুড়িতে পরিণত হচ্ছে। এই জাতি ইতিমধ্যে ধানে স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়েছে এবং খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ হওয়ার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। এই অর্জনগুলো অত্যন্ত চমতকার এবং এসব সাফল্যের অনেকগুলোতে সহায়তার ক্ষেত্রে আমেরিকা বাংলাদেশের দৃঢ় অংশীদার হওয়ায় আমি গর্বিত।

যে বাংলাদেশকে আমি চিনি, যে বাংলাদেশে আমি বিশ্বাস করি সেই বাংলাদেশ এই উল্লেখ্যযোগ্য অর্জনগুলো হারাতে চায় না, সেই বাংলাদেশ এই রাজনৈতিক অচলাবস্থার শিকার হতে চায় না। লাইনচ্যুত ট্রেনে যে মায়ের ছেলে আহত হলো, যে শিশুর মা বাসে পুড়ে গেলো – প্রত্যেক অভিভাবক ও সন্তান যাদের জীবন এই রাজনৈতিক অচলাবস্থার জন্য চিরতরে প্রভাবিত হয়েছে...এদের প্রত্যেকেই একজন বাংলাদেশী যার স্বপ্ন, আকাংখা, আশা রাজনৈতিক উচ্চাভিলাষের টেবিলে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হয়েছে। এদের প্রত্যেকেই একজন বাংলাদেশী যারা নিজ জীবনে এগিয়ে যেতে ও নিজ পরিবারের যত্ন নিতে চেয়েছিলো।

গণতন্ত্রের প্রতি বাংলাদেশের নিবেদন প্রকাশ করার একটি সুযোগ প্রদান করে নির্বাচন; এটি ১৯৭১ সালের বিশাল মূল্যের বিনিময়ে প্রাপ্ত আদর্শগুলো পরিপূর্ণ করার সুযোগ প্রদান করে; প্রত্যেক অভিভাবক নিজের জন্য বা নিজ সন্তানের জন্য যে ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখে সেটাকে গড়ে

তোলার সুযোগ প্রদান করে; বাংলাদেশ যে পরবর্তী এশিয়ান টাইগার হতে পারে, হতে পারবে এবং বৈশ্বিক পটভূমি বাংলাদেশ নিজের প্রাপ্য অবস্থান গ্রহণ করতে পারবে সেটা বিশ্বকে দেখিয়ে দেয়ার সুযোগ দেয় একটি নির্বাচন।

তবে, সেটা অর্জন করতে এখনো অনেক কিছু করা বাকি। প্রথমত ও সর্বাগ্রে, সহিংসতা বন্ধ হতে হবে। যে কোনো প্রকার সহিংসতা গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার অংশ নয়, এটা অগ্রহণযোগ্য এবং এখনই থামতে হবে। বাংলাদেশের জনগণের - হোক সে সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগোষ্ঠী কিংবা সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠী – একটি অসহিংস ও ভীতিমুক্ত পরিবেশে নিজ জাতীয় প্রতিনিধি নির্বাচনের সুযোগ বাংলাদেশের মানুষের প্রাপ্য। দেশের রাজনৈতিক নেতৃত্ব-এবং যারা নেতৃত্ব প্রদানের আকাঙ্খা পোষণ করেন-তাদের আইনের শাসন নিশ্চিত করতে হবে এবং সহিংসতা, উসকানিমূলক বক্তব্য ও ভয়ভীতি প্রদর্শন করা থেকে বিরত থাকতে হবে। সকল রাজনৈতিক দল ও বাংলাদেশী নাগরিকদের রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় শান্তিপূর্ণভাবে অংশগ্রহণের জন্য যুক্তরাষ্ট্র অনুপ্রাণিত করে। সহিংসতা গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াকে বাধাগ্রস্ত করে।

দ্বিতীয়ত, প্রধান রাজনৈতিক দলগুলো সংলাপ অব্যাহত রাখতে হবে এবং চলমান রাজনৈতিক অচলাবস্থার সমাধানের জন্য নিজ প্রচেষ্টাকে দ্বিগুণ ত্বরান্বিত করতে হবে। উভয়পক্ষের সামান্য সদিচ্ছার মাধ্যমে, দু দলের নেতৃবৃন্দ একটি অবাধ, সুষ্ঠু ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচন অনুষ্ঠানের পথ খূজে বের করতে পারবেন।

তৃতীয়ত, সুশীল সমাজ প্রতিষ্ঠানসহ সকল রাজনৈতিক দল ও বাংলাদেশী নাগরিকদের নিজ মতামত স্বাধীন ও শান্তিপূর্ণভাবে প্রকাশের অধিকার রয়েছে। এই মতামত প্রকাশের সুযোগ প্রদান করা সরকারের দায়িত্ব; একইভাবে, এই সুযোগ শান্তিপূর্ণভাবে ব্যবহার করা বিরোধি দলের দায়িত্ব।

যুক্তরাষ্ট্র ও বাংলাদেশের মধ্যে একই স্বার্থ ও একই মূল্যবোধের ওপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠা অনেক বছর পুরোনো বন্ধুত্ব রয়েছে বলেই আমি আজ কলম হাতে ধরেছি।

বাংলাদেশের বৈচিত্র্যময় সুশীল সমাজ, এর উন্নয়নমূলক অর্জন, নারী ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে এর সাফল্য বিশ্বের জন্য মডেলে পরিণত হয়েছে বলে আজ আমি কলম হাতে ধরেছি।

আমি আমাদের দুই দেশের মধ্যকার সম্পর্ক উদযাপনের জন্য কলম হাতে নিয়েছি। এই সম্পর্ক এর আগে এতো বিস্তৃত, গভীর ও শক্তিশালী ছিলো না।

আমেরিকা বাংলাদেশের সংগে আছে বলে আমি আজ এই লেখা লিখছি; আমেরিকা বাংলাদেশের বন্ধু এবং এদেশের স্থিতিশীলতা, সমৃদ্ধি ও প্রবৃদ্ধির ক্ষেত্রে আমরা একই লক্ষ্য পোষণ করি।

আমি আজ লিখছি কারণ আমি পরোয়া করি...আমি এই মহান জাতির চমতকার মানুষের জন্য পরোয়া করি।

আমি সরকারের প্রতি আহবান জানাই...আমি বিরোধিদলের প্রতি আহবান জানাই...এই মূহুর্তের সদ্ব্যবহার করতে, জনগণের স্বার্থকে অগ্রাধিকার দিতে; বাংলাদেশী মানুষ যে ধরনের নির্বাচন চায়, যে ধরনের নির্বাচন বাংলাদেশের মানুষের প্রাপ্য সেরকম নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য সবার সমর্থিত পথ খূজে বের করার সদিচ্ছা ও প্রতিশ্রুতি নিয়ে সংলাপের টেবিলে বসার জন্য আমি সরকার ও বিরোধিদলের প্রতি আহবান জানাই।

বর্তমান পরিস্থিতির একটি তাতক্ষণিক, শান্তিপূর্ণ সমাধান হওয়া অপরিহার্য...এটা আমেরিকার জন্যগুরুত্বপূর্ণ এবং এটা বাংলাদেশের জন্য আরো গুরুত্বপূর্ণ।

উপসম্পাদকীয়টি লিখেছেন বাংলাদেশে যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূত ড্যান মজীনা

==========